দৈনিক
ইত্তেফাক

25 APR 2008

প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

জাগুয়া কলেজের ২৫ ছাত্রের জন্য বছরে সরকারের খরচ ২৪ লাখ টাকা

॥ বরিশাল অফিস ॥

ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে বোর্ডের স্বীকৃতি নেয়া নগরীর রূপাতলী জাগুয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মাহাবুব মোল্লা শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য করে অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাত্র ২৫ জন ছাত্রের জন্য ঐ কলেজের পিছনে বছরে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৪ লাখ টাকা। নগরীর রূপাতলী জাগুয়ায় ১৯৪২ সালে সাড়ে তিন একর সম্পত্তির উপর মাহাবুব মোল্লা রূপাতলী জাগুয়া মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। একই সম্পত্তির উপর ১৯৯৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন জাগুয়া ডিগ্রি কলেজ। মাহাবুব মোল্লা যে জমি কলেজের নামে দেখিয়েছেন তা দেবোত্তর সম্পত্তি। তিনি তা জাল রেজিস্ট্রি করিয়ে কলেজে দান দেখিয়েছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই মাহাবুব মোল্লা একক ক্ষমতা বলে অর্ধশত ব্যক্তিকে শিক্ষক ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দেন। এজন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে টাকা নেন। ২০০১ সালে বোর্ড থেকে ৩১ জন শিক্ষক-কর্মচারীসহ ঐ কলেজকে এইচএসসি মর্যাদা দেয়া হয়। বোর্ড থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর মাহাবুব মোল্লার শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য আরো বেড়ে যায়। তিনি এইচএসসি থেকে শুরু করে ডিগ্রি কোটায় আরো শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করা শুরু করেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও ডিগ্রি ও এইচএসসি কোটায় কোন শিক্ষক এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ঐ সকল শিক্ষক মাহাবুব মোল্লার বাসায় গিয়ে তাদের টাকা ফেরত চাইলে আজ না কাল বলে তাদের টাকা ফেরত দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে ঐ কলেজের ভুয়া দলিলপত্র এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের যোগদানপত্র অধ্যক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার তথ্য প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে সরকার থেকে উত্তোলনকৃত সকল টাকা ফেরত দিতে হবে বলে বোর্ড সূত্র জানায়। গত বছর থেকে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক অথবা ইউএনওকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করা হয়

এরপর থেকে মাহাবুব মোল্লা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। বর্তমান ঐ কমিটির মেয়াদ শেষ পর্যায়ে। এদিকে নগরীর চাঞ্চল্যকর টিএন্ডটির রাজস্ব ফাঁকির মামলায় মাহাবুব মোল্লাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫ বছর কারাদন্ড দেয়া হয়। ঐ মামলা থেকে তিনি জামিনে গিয়ে পুনরায় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সদস্য হওয়ার পাঁয়তারা করছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠাতা মাহাবুব মোল্লার বিরুদ্ধে কলেজ গভর্নিং বডির সাবেক সদস্য আব্দুর রশিদ হাওলাদারের ছেলে মিজানুর রহমান মিল্টন শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সহকারী পরিচালক, জেলা প্রশাসক, সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই'র নিকট একাধিক অভিযোগপত্র প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে কলেজ প্রতিষ্ঠাতা মাহাবুব মোল্লা গতকাল বৃহস্পতিবার ইত্তেফাককে জানান, তার নিজস্ব জমি ও বেশ কিছু জমি ক্রয় করে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি কোন শিক্ষকের কাছ থেকে চাকরি দেয়ার নাম করে টাকা গ্রহণ করেননি। অভিযোগকারীরা শত্রুতাবশতঃ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা